দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১ .....

৭১

ইসলামী ভার্সিটি

ভিসি'র বিরুদ্ধে আন্দোলন তুঙ্গে ॥ শিক্ষক ধর্মঘট

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মুহম্মদ ইনাম-উল-হকের অপসারণের আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য সকল ছাত্র সংগঠন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ সকল শিক্ষক ও অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী ভিসি'র অপসারণের দাবিতে তীব্র আন্দোলন শুরু করেছে। ভিসি ইনাম-উল-হকের অপসারণের দাবিতে ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্তৃক আহূত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট কর্মসূচীর কারণে গত ২৯ জুন থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অচলাবস্থা বিরাজ করে আসছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ভিসি'র বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, অদক্ষতা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় চরম ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার অভিযোগে অতি শীঘ্রই তাঁর অপসারণের দাবিতে আগামী কাল ১৩ জুলাই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি আহ্বান করেছে। এই কর্মবিরতি চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন হলের প্রভোষ্ট, ছাত্র উপদেষ্টা, প্রক্টর, আইন উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল শিক্ষক ভিসি ইনাম-উল হকের অপসারণ অবধি তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন না।

বৃহস্পতিবার শিক্ষক সমিতির সভাপতি ফয়েজ মোঃ সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আরও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে, ভিসির সকল অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তের জন্য শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কমিটির মাধ্যমে একটি 'তদন্ত কমিটি' গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ছাড়া শিক্ষক সমিতি আয়োজিত ক্যাম্পাসে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষকগণ উপরোক্ত কর্মসূচী ঘোষণা ছাড়াও শুক্রবার ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন এবং পরদিন অর্থাৎ শনিবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ভিসি'র অপসারণের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। প্রয়োজনে শনিবার হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট পালন করবেন বলে শিক্ষকগণ জানিয়েছেন।

এদিকে ভিসি'র অপসারণের দাবিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে এক বিশাল মৌন মিছিল বের করেন। গত ১২ দিন যাবত ছাত্রলীগ আহূত ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম, ক্লাস-পরীক্ষা, পরিবহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ভিসি গত ২৬ জুন হতে ক্যাম্পাসে আসেননি। ১৪ দিন যাবত ভিসি'র অফিসে এবং ১০ দিন যাবত ভিসির বাসায় তালা ঝুলছে। ছাত্রলীগ ভিসি'র অপসারণের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে ছাত্রলীগ এই দুর্নীতিপরায়ণ ভিসি'র অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করে।